28 Report

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 13 JAN 2008 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

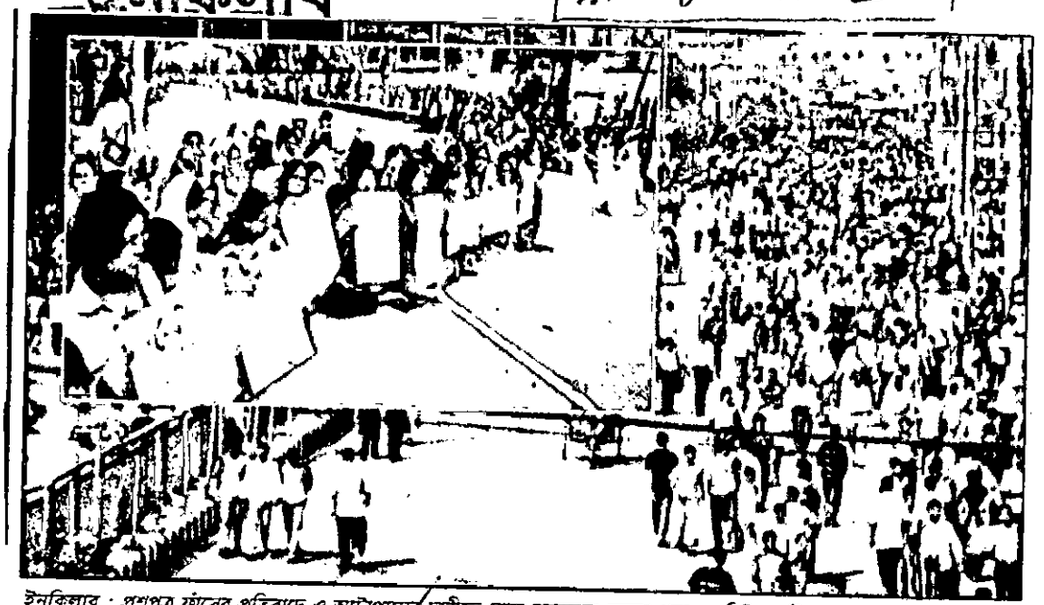

ইনকিলাব : প্রশ্নপত্র ফাঁসের প্রতিবাদে ও অটোপাসের দাবীতে ঢাকা কলেজের ছাত্ররা গতকাল নিউমার্কেট এলাকায় কয়েক ঘণ্টা সড়ক অবরোধ করে রাখে। ইডেনের ছাত্রীরা সড়ক অবরোধ করে রাস্তায় অবস্থান নেয় (ইনসেটে)

প্রশ্নপত্র ফাঁস ও পরীক্ষা পেছানোর প্রতিবাদ

ঢাকা ও ইডেন কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের সড়ক অবরোধ

স্থগিতকৃত পরীক্ষা ২৯ ও ৩০ জানুয়ারী অনুষ্ঠানের ঘোষণা

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার : প্রশ্নপত্র ফাঁস ও পরীক্ষা পেছানোর প্রতিবাদে এবং অটো পাসের দাবীতে ঢাকা কলেজ ও ইডেন কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা গতকাল (শনিবার) সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ ও ধর্মঘট পালন করেছে। সকাল ৯টা থেকে পৌনে ১টা পর্যন্ত অবরোধকালে তারা ইংরেজিসহ বিভিন্ন পত্রের প্রশ্নপত্র ফাঁসকারীদের শাস্তি দাবী করে। অন্যদিকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ গতকাল (শনিবার) ও আজকের স্থগিতকৃত পরীক্ষা আগামী ২৯ ও ৩০ জানুয়ারী নেয়ার ঘোষণা দিয়েছে। এদিকে বিভিন্ন সংগঠন প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় নিন্দা জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছে। গতকাল (শনিবার) ঢাকা কলেজ ও

পৃঃ ৫ঃ কঃ ১

ইডেন কলেজের *প্রথম পৃষ্ঠার পর*

ইডেন কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের সড়ক অবরোধকালে আজিমপুর চৌরাস্তা থেকে সায়েন্স ল্যাবরেটরি পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকায় সড়ক বন্ধ করে দেয়া হয়। নীলক্ষেত, নিউ মার্কেট, মিরপুর রোডসহ গোটা এলাকার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেয়া হয়। অবরোধের কারণে ধানমন্ডি, শাহবাগ, মিরপুর রোড, আজিমপুরসহ পুরান ও মধ্য ঢাকায় সৃষ্টি হয় ব্যাপক যানজট। ঘণ্টার পর ঘণ্টা রাস্তায় অবরুদ্ধ অবস্থায় মানুষকে চরম ভোগান্তি নিয়ে অপেক্ষা করতে হয়।

গতকাল (শনিবার) এবং আজ (রোববার) নির্ধারিত ছিল জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ২০০৬ সালের অনার্স দ্বিতীয় বর্ষের পরীক্ষা। গতকাল নতুন এবং আজ পুরাতন সিলেবাসের পরীক্ষা নির্ধারিত ছিল। কিন্তু গত বুধবার ফাঁস হয়ে যায় প্রশ্নপত্র। ঘটনাটি ব্যাপক হারে প্রকাশিত হয়ে পড়লে শুক্রবার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পরীক্ষা স্থগিত ঘোষণা করে। রাতেই এ খবর ছড়িয়ে পড়লে ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভের পাশাপাশি সড়ক অবরোধ করে। তখন তারা পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষেও জড়িয়ে পড়ে। এই ঘটনায় চার ছাত্র আহত হয়। রাতেই ঢাকা কলেজের ছাত্ররা ক্যাম্পাসে ধর্মঘট ডাকে।

ইডেন কলেজের ছাত্রীরা সকালেই আন্দোলনে নামে। দ্বিতীয় বর্ষের সঙ্গে তৃতীয় এবং চতুর্থ বর্ষের ছাত্রীরা মিছিল শেষে সকাল ৯টার দিকে কলেজের সামনের নীলক্ষেত-আজিমপুর সড়ক অবরোধ করে। বেলা পৌনে ১২টা পর্যন্ত অবরোধকালে তারা 'পরীক্ষা বাতিল মানি না, বারবার পরীক্ষা দেব না, ৪৫ ভাগ নম্বর দিয়ে প্রমোশন দাও, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে ষড়যন্ত্রকারীদের বিচার কর, ভিসি বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে ষড়যন্ত্র করছেন'সহ বিভিন্ন ধরনের শ্লোগান সম্বলিত ফেস্টুন নিয়ে দু'পাশের রাস্তায় বসে পড়ে। পৌনে ১২টার দিকে শিক্ষকরা দাবী মানার আশ্বাস দিলে ছাত্রীরা অবরোধ তুলে নেয়।

সাড়ে ১০টার দিকে ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থীরা একই দাবীতে সড়ক অবরোধ করে। বেলা পৌনে ১টায় শিক্ষকদের হস্তক্ষেপে তারাও অবরোধ তুলে নেয়। এদিকে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে গতকাল জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে সকাল থেকেই একাধিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে জানা যায়। দীর্ঘ বৈঠক শেষে ভিসি ঘটনা তদন্তে সিন্ডিকেট সদস্য এনামুল করিম শহীদকে আহ্বায়ক করে তিন সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। কমিটির অপর দুই সদস্য হলেন— সহযোগী অধ্যাপক ড. আনোয়ার. হোসেন ও অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা শাখার কর্মকর্তা মোল্লা মাহফুজ আল হোসাইন।

গত ৩ জানুয়ারী জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবসায় গণিত বিষয়ের প্রশ্নপত্রও ফাঁস হয়েছিল। তখন সাথে সাথে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মোহাম্মদ ইব্রাহিমকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়। অথচ ব্যাপকভাবে এবং দু'দিকায় ইংরেজির প্রশ্ন ফাঁস হলেও পরীক্ষা শাখা বা মডারেশন শাখার কারও বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হয়নি।

এদিকে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ, ছাত্র ইউনিয়ন ও ছাত্রমুক্তি পৃথক পৃথক বিবৃতিতে প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও প্রশ্নপত্র ফাঁসের মূল হোতাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবী করেছে। একই সঙ্গে নেতৃবৃন্দ বারবার পরীক্ষা পিছিয়ে শিক্ষার্থীদের হয়রানি বন্ধের দাবী জানিয়েছেন।